বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৯ই জুলাই, ২০০৯/২৫শে আষাঢ় ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৯ই জুলাই, ২০০৯ (২৫ শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃÍ

২০০৯ সনের ৩৮ নং আইন

সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ মার্চ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) উপণ্ডধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপণ্ডধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

''(৭ক) ''জৈব সার বা Organic Fertilizer'' অর্থ জৈব পদার্থ হইতে সংগৃহীত, প্রক্রিয়াজাত অথবা রূপান্তরিত সার;'';

(খ) উপণ্ডধারা (২০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপণ্ডধারা (২০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

''(২০) ''মিশ্র সার বা Mixed Fertilizer'' অর্থ—

(ক) কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের মিশ্রণ হইতে এবং

(খ) কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের জৈব সারের মিশ্রণ হইতে প্রস্তুতকৃত সার;'';

(গ) উপণ্ডধারা (২৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপণ্ডধারা (২৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

''(২৪) ''সার বা Fertilizer'' অর্থ রাসায়নিক সার, জৈব সার ও জীবাণু সার এবং ইহা ছাড়াও সরলসার, মিশ্রসার, যৌগিক সার, অনুপুষ্টি সার এবং সারজাতীয় দ্রব্যও হইার অন্তর্ভুক্ত হইবে;''।

৩। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপণ্ডধারা (২) এর দফা (খ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

''(খখ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সারের বিনির্দেশ অনুমোদনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;''।

৪। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (১) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির '' । '' পরিবর্তে সেমিকোলন '';'' প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) ও (জ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

''(ছ) উৎপাদনের তারিখ; এবং

(জ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)।''

৫। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৭নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব
ও
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।